(দা'ওয়াতে ইসলামী)

রিসালা নং: ৭৭

চার ভয়ঙ্কর স্বপ্ন

সংশোধিত

- সংশোধনের রহস্য (কাল্পনিক কাহিনী)
- মৃতের ব্যাকুলতা
- আগুনের মালা
- ভয়ঙ্কর বাঘ
- জুতা পরিধান করার ৭টি মাদানী ফুলঃ
- দ্বিতীয় তলা থেকে শিশু নিচে পড়ে গেল
- কবর থেকে জীবন্ত শিশু বেরিয়ে এলো

শায়খে তরিকত, আমীরে আহলুস সুন্নাত,
দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল
মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরূদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূণ্য হয়ে থাকে।" (মাতালিউল মুসার্‌রাত)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

কিতাব পাঠ করার দোয়া

ধর্মীয় কিতাবাদি বা ইসলামী পাঠ পড়ার শুরুতে নিম্নে প্রদত্ত দোয়াটি পড়ে নিন اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ যা কিছু পড়বেন, স্মরণে থাকবে। দোয়াটি হলো,

اَللّٰهُمَّ افْتَحْ عَلَيْنَا حِكْمَتَكَ وَانْشُرْ
عَلَيْنَا رَحْمَتَكَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَام

অনুবাদ: হে আল্লাহ্! আমাদের জন্য জ্ঞান ও হিকমতের দরজা খুলে দাও এবং আমাদের উপর তোমার বিশেষ অনুগ্রহ নাযিল কর! হে চির মহান ও চির মহিমান্বিত!

(আল মুস্তাতারাফ, ১ম খন্ড, ৪০ পৃষ্ঠা, দারুল ফিকির, বৈরুত)

(দোয়াটি পড়ার আগে ও পরে একবার করে দরূদ শরীফ পাঠ করুন)

কিয়ামতের দিনে আফসোস

ফরমানে মুস্তফা صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم: "কিয়ামতের দিন ঐ ব্যক্তি সবচেয়ে বেশি আফসোস করবে, যে দুনিয়াতে জ্ঞান অর্জন করার সুযোগ পেলো কিন্তু জ্ঞান অর্জন করলো না এবং ঐ ব্যক্তি আফসোস করবে, যে জ্ঞান অর্জন করলো আর অন্যরা তার কাছ থেকে শুনে উপকার গ্রহণ করলো অথচ সে নিজে গ্রহণ করলো না (অর্থাৎ সে জ্ঞান অনুযায়ী আমল করলো না)।"

(তারিখে দামেশক লি ইবনে আসাকির, ৫১তম খন্ড, ১৩৭ পৃষ্ঠা, দারুল ফিকির বৈরুত)

দৃষ্টি আকর্ষণ

কিতাবের মুদ্রনে সমস্যা হোক বা পৃষ্ঠা কম হোক অথবা যদি বাইন্ডিংয়ে আগে পরে হয়ে যায় তবে মাকতাবাতুল মদীনা থেকে পরিবর্তন করে নিন।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর সারাদিনে ৫০বার দরূদ শরীফ পড়ে, আমি কিয়ামতের দিন তার সাথে মুসাফাহা করবো।" **(আল কওলুল বদী)**

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
দরূদ শরীফের ফযীলত	৩	সাহাবীর কান্নাকাটি	১৯
(১) সংশোধনের রহস্য (কাল্পনিক কাহিনী)	৪	وَارِدُهَا এর অর্থ	১৯
		পুলসিরাত পনের হাজার বছরের রাস্তা	২০
মৃতরা যদি বলে দিত	১০	পুলসিরাত পার হওয়ার দৃশ্য	২০
(২) মৃতের ব্যাকুলতা	১১	প্রত্যেককে পুলসিরাত পাড়ি দিতে হবে	২১
আগুনের মালা	১৩		
যিনাকারীদের পরিণতি	১৩		
ব্যভিচারীকে পুরুষাঙ্গ বেঁধে ঝুলিয়ে রাখা হবে	১৪	পাপীরা জাহান্নামে পড়ে যাবে	২২
		জুতা পরিধান করার ৭টি মাদানী ফুল	২৩
(৩) ভয়ঙ্কর বাঘ	১৫	দ্বিতীয় তলা থেকে শিশু নিচে পড়ে গেল	২৬
(৪) পুলসিরাতের ভয়াবহতা	১৭		
পুরলসিরাত তরবারি চেয়েও অধিক ধারালো	১৮	কবর থেকে জীবন্ত শিশু বেরিয়ে এলো	২৭

এই রিসালাটি পড়ে অন্যকে দিয়ে দিন

বিয়ে ও শোকের অনুষ্ঠান, বিভিন্ন ইজতিমা, মিলাদ মাহফিল, ওরস শরীফ এবং জুলুসে মীলাদ ইত্যাদিতে **মাকতাবাতুল মদীনা** কর্তৃক প্রকাশিত বিভিন্ন রিসালা বন্টন করে সাওয়াব অর্জন করুন, গ্রাহককে সাওয়াবের নিয়্যতে উপহার স্বরূপ দেওয়ার জন্য নিজের দোকানে রিসালা রাখার অভ্যাস গড়ে তুলুন। হকার বা বাচ্চাদের মাধ্যমে নিজের এলাকার প্রতিটি ঘরে ঘরে প্রতি মাসে কমপক্ষে একটি করে **সুন্নাতে ভরা** রিসালা পৌঁছিয়ে **নেকীর দাওয়াত** প্রসার করুন এবং প্রচুর সাওয়াব অর্জন করুন।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যখন তোমরা কোন কিছু ভুলে যাও, তখন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ো اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ স্মরণে এসে যাবে।" **(সায়াদাতুদ দারাঈন)**

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

চার ভয়ঙ্কর স্বপ্ন[১]

শয়তান লাখো অলসতা দিবে, তারপরও আপনি, এ রিসালাটি সম্পূর্ণ পড়ে নিবেন। اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ এতে পরকালীন চিন্তার অমূল্য ভান্ডার আপনার অর্জিত হবে।

দরূদ শরীফের ফযীলত

হযরত সায়্যিদুনা উবাই বিন কাব رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বললেন: **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! যাবতীয় দোয়া কালাম বাদ দিয়ে আমি আমার সম্পূর্ণ সময় শুধুমাত্র আপনার প্রতি দরূদ শরীফ পাঠেই ব্যয় করব। **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ

(১) ২৬ সফর ১৪৩০ হিজরি মোতাবেক ২০০৯ ইংরেজি সাহরায়ে মদীনা বাবুল মদীনা করাচিতে অনুষ্ঠিত আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র তিনদিনের সুন্নাতে ভরা ইজতিমাতে আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এ বয়ানটি প্রদান করেছেন। প্রয়োজনীয় পরিবর্তন ও পরিবর্ধন সহকারে বয়ানটি লিখিত আকারে প্রকাশ করা হলো। **--- মজলিশে মাকতাবাতুল মদীনা।**

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "ঐ ব্যক্তির নাক ধূলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না।" **(হাকিম)**

করলেন: "তা তোমার চিন্তাভাবনা দূরকরতে যথেষ্ট হবে এবং তোমার গুনাহ ক্ষমা করা হবে।" **(তিরমিযী, ৪র্থ খন্ড, ২০৭ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ২৪৬৫)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

(১) সংশোধনের রহস্য (কাল্পনিক কাহিনী)

সপ্তাহ যাবৎ ওয়ালিদকে মহল্লার মসজিদে প্রথম কাতারে জামাত সহকারে নিয়মিত নামায পড়তেও দেখা গেল। তার এ আমূল পরিবর্তন দেখে অবাক হয়ে পড়ল মহল্লাবাসী। তার মধ্যে কিভাবে এল এ মাদানী পরিবর্তন! ওয়ালিদ ২৩ বছর বয়সী সে এক দুরন্ত যুবক, যার ছিল অডিও-ভিডিও'র ব্যবসা। খারাপ ছিল তার স্বভাব চরিত্র। শুধু তার পরিবার-পরিজন নয়, পাড়া পড়শিরাও তার গুন্ডামীতে অতিষ্ট ছিল। তাই তাকে হঠাৎ মসজিদে দেখে এলাকাবাসী অবাক না হয়ে পারল না। জুমা তো দূরের কথা, ঈদের নামাযেও তাকে মসজিদে দেখা যেত না। অবশেষে একদিন তার এক প্রতিবেশী সাহস করে তার এ মাদানী পরিবর্তনের প্রতি ধন্যবাদ জানিয়ে তার নিকট জানতে চাইল তার এ সংশোধনের রহস্যময় কারণ। এ প্রশ্নের সাথে সাথে তার দু' চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে পড়ল। অশ্রু ভরা চোখে সে জানাল, আমার পরিবর্তনের পেছনে যে রহস্যটা ছিল, তা হলো আমার এক ভয়ঙ্কর স্বপ্ন।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যার নিকট আমার আলোচনা হলো এবং সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না, সে জুলুম করলো।" (আব্দুর রাজ্জাক)

কিছু দিন আগের কথা। রাতে আমার অভ্যাস অনুযায়ী ভিসিআর-এ দাঙ্গা হাঙ্গামা পূর্ণ এক সিনেমা দেখে আমি বিছানায় শুয়ে পড়ি। কিন্তু জানি না, কি কারণে আমার চোখে ঘুম আসছিল না। দাঙ্গা হাঙ্গামাপূর্ণ নাটকের সচিত্র দৃশ্যাবলীও কিছুতেই আমার মস্তিস্কের পর্দা থেকে দূর হচ্ছিল না। অনেকক্ষণ পর্যন্ত বিছানাতে পার্শ্ব পরিবর্তনের পর যখন আমি ঘুমিয়ে পড়ি, তখন আমি স্বপ্ন জগতে চলে যাই। স্বপ্নের মধ্যেই আমি প্রচন্ড জ্বরাক্রান্ত হয়ে পড়ি। আমাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এমন সময় আমার নিকট আসে বিরাটাকার ও ভয়ঙ্কর প্রকৃতির এক কালো লোক। তার দেহের সমস্ত লোম কাঁটার মত খাড়া ছিল। তার নাক, মুখ, চোখ, কান সবকিছু থেকে আগুন বের হচ্ছিল। আসতে না আসতেই তোর লোহার হাত দিয়ে সে আমাকে তুলে শুন্যে নিক্ষেপ করল। আমি একটি ফুটন্ত তেলের ডেগে গিয়ে পড়ি। অতঃপর আমার জান কবজের পালা শুরু হয়ে যায়। ইতিমধ্যে আমাকে পাড়ি দিতে হয় শাস্তির বিভিন্ন ঘাট। কখনো মনে হচ্ছিল, তীক্ষ্ণ চুরি দিয়ে আমার শরীরের চামড়া খুলে ফেলা হচ্ছে, আবার কখনো মনে হচ্ছিল, আমার শরীর থেকে কাটাযুক্ত ডাল সজোরে টেনে বের করা হচ্ছে। কখনো অনুভূত হচ্ছিল, বড় কাঁচি দিয়ে আমার শরীরকে টুকরা টুকরা করা হচ্ছে। আমার প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, শিরা-উপশিরাকে শক্তভাবে বেঁধে ফেলা হয়েছিল, আমি চিৎকার করতে পারছিলাম না, নড়াচড়া করতে পারছিলাম না। দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত আমার

ওপর এ যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির ধারা চলতে থাকে। অবশেষে আমার প্রাণ বায়ূ বের হয়ে যায়। আমার পরিবার বর্গ আমার জন্য কান্নাকাটি শুরু করে দেয়। সবাই বলাবলি শুরু করে দেয় ওয়ালিদের মত একজন স্বাস্থ্যবান যুবক অকালে মৃত্যুবরণ করল। অতঃপর আমার গোসল, কাফন, জানাযার নামায শেষে আমাকে একটি অন্ধকার কবরে দাফন করা হয়। **আল্লাহ**র কসম! এরকম অন্ধকার আমি জীবনেও দেখিনি। লোকেরা আমাকে দাফন করে চলে আসছিল। আর আমি তাদের পায়ের আওয়াজ শুনতে পাচ্ছিলাম। এ সময়ে কবরের দেয়াল নড়ে উঠল। লম্বালম্বা দাঁত দিয়ে কবরের দেয়াল ছিড়ে ভয়ঙ্কর আকৃতির দু'জন ফিরিশতা আমার কবরে এসে পড়ল। তাদের গায়ের রঙ ছিল কালো, চোখ ছিল কাল ও নীল। তাদের চোখ থেকে বের হচ্ছিল আগুন। তাদের কাল কাল ভয়ংকর চুলগুলো মাথা থেকে পা পর্যন্ত ঝুলন্ত ছিল। তারা আমাকে হেঁচকা দিয়ে তুলে অত্যন্ত কঠিন ভাষায় প্রশ্ন করা শুরু করে দিলো। হায়! আমার ভাগ্যের নির্মম পরিহাস! এমন সময় বিকট আওয়াজে বলা হলো, সে বেনামাযিকে মাটির সাথে মিশিয়ে দাও। অতঃপর কবরের দেয়াল সমূহ আমাকে চাপ দেয়া শুরু করে দিলো। আমার বাহু সমূহ ঠাসঠাস শব্দে চূর্ণ হয়ে একটির সাথে আরেকটি মিশে যেতে লাগল। আমার কাফন আগুনের কাফনে পরিণত করে দেয়া হলো। আমার নিচে আগুনের বিছানা বিছিয়ে দেয়া হলো। ইতিমধ্যে কবরে আমার খালাতো বোন এসে পড়ল, তার পাশে

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেনঃ "যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০বার দরূদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ বছরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।" **(কানযুল উম্মাল)**

একজন সুদর্শন ফুটফুটে বালকও দাঁড়ানো ছিল। নিমিষের মধ্যেই তারা ভয়ঙ্কর আকৃতি ধারণ করল। তাদের হাতে দানব আকৃতির ড্রিল মেশিন গর্জে উঠল। এর ডান্ডা থেকে আগুনের ফুলকি বিচ্ছুরিত হচ্ছিল। বড় আওয়াজ হলো, খালাতো বোনের সাথে ওয়ালিদের প্রেম ছিল।[১] তার থেকে সে নিজের দৃষ্টিকে রক্ষা করত না। সুদর্শন বালক দেখলেও সে পাগল হয়ে যেত। কাম দৃষ্টিতে সে তার প্রতি তাকিয়ে থাকত, আনন্দে তার সাথে সাক্ষাৎ করত। সে নিজেও সিনেমা-নাটক দেখত। অপরকেও তা দেখার প্রতি উদ্বুদ্ধ করত। তার কুদৃষ্টি কাম লালসার স্বাদ মিটিয়ে দাও। তারা আর দেরী করল না। সাথে সাথে ড্রিল মেশিনের অগ্নিদন্ড আমার দু চোখে বিদ্ধ করে দিলো। যা কটকট আওয়াজে আবর্তিত হতে হতে আমার দু' চোখকে ভেদ করে মাথার পিছনের ভাগ দিয়ে বের হয়ে গেল। সাথে সাথে আমার সে সব ইন্দ্রিয়ের ওপরও ড্রিল মেশিনের তান্ডবতা চলতে থাকল। যা দ্বারা আমি আমার কাম লালসা চরিতার্থ করতাম। আমার ওপর এত নির্মম শাস্তির পরও আমি আমার চেতনা শক্তি হারালাম না, আমার দৃষ্টিশক্তি কম হলো না। এতো শাস্তি দেয়ার পরও শাস্তি ধারা থামল না, পুনরায় আওয়াজ হলো, সে গান বাজনা শোনার বড়ই আসক্ত ছিল। কখনো

(১) নামুহরিম মহিলাদের সাথে সাথে খালাতো, চাচাতো, মামাতো, ফুফাতো বোন, শালি, ভাবিও পুরুষের নিকট পর্দা করতে হবে। অনুরূপভাবে মহিলাদের জন্য খালাতো, চাচাতো, ফুফাতো, মামাতো ভাই, দেবর ভাশুর পার্দা।

যদি দু'জন ব্যক্তি গোপন কথাবার্তা বলার চেষ্টা করত, সে তা শুনে নিত, আওয়াজ বন্ধ হওয়ার সাথে সাথে ড্রিল মেশিন আমার কানের দিকে তাক করল। অতঃপর আমার কানেও ড্রিল মেশিনের অগ্নিদন্ড সজোরে প্রবেশ করল। দীর্ঘক্ষণ যাবত এ বেদনাদায়ক শাস্তি চলতে থাকল। পুনরায় আওয়াজ হলো, এ পাষন্ড পিতামাতাকে কষ্ট দিত। মুসলমানদের মনে আঘাত দিত। মিথ্যুক ছিল, মানুষকে ওয়াদা দিয়ে তা ভঙ্গ করত। রাগের বশীভূত হয়ে মানুষকে গালি গালাজ করত, মারধর করত। মানুষকে ভৎর্সনা করা, মানুষের সাথে উপহাস পরিহাস করা, চুগলখোরী করা, মানুষের দোষ-ত্রুটি খুঁজে বের করা, তাস খেলা, দাবা খেলা, লুডু ও ভিডিও গেমস খেলা, মাদক দ্রব্য সেবন করা এসব কিছু ছিল তার পছন্দনীয় কাজ। মানুষের হক আত্মসাৎ করা, অবৈধ পন্থায় অর্থ উপার্জন করা, হারাম খাওয়া ইত্যাদিও ছিল তার চিরাচরিত স্বভাব। দাড়িও মুন্ডন করত, তার শাস্তির মাত্রা আরো বাড়িয়ে দাও। দেখতে দেখতে অনেক লম্বা লম্বা কালো কালো বিচ্ছু এসে আমাকে কামড়াতে লাগল এবং মুখের চামড়া ও মাংসের মাঝখানে ঢুকে আমাকে দংশন করতে থাকল। ভয়ঙ্কর অনেক কালো কালো সাপ ও তাদের বিষাক্ত ছোবলে আমাকে ক্ষতবিক্ষত করে ফেলল। আমি দুনিয়াতে যে সমস্ত জীব জন্তু ও কীটপতঙ্গকে ভয় করতাম (কুকুর, বিছা, ইঁদুর ইত্যাদি), সবই একে একে আমার নিকট এসে আমার সারা শরীরে আক্রমণ করতে থাকল। আমার কবর

অগ্নিকুন্ডে রূপান্তরিত হয়ে গেল। এমন সময় কেউ আমাকে এক বড় আগুনের হাতুড়ি দিয়ে এমন সজোরে আঘাত করল, এতে আমি ধপাস করে পালঙ্ক থেকে মাটিতে পড়ে গেলাম। আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল। আমি আমার খাটের নিচে পতিত ছিলাম, আমার পরিবারের লোকেরা ভয়ে জাগ্রত হয়ে গেল। ভয়ে আমার সমস্ত শরীর থরথর করে কাঁপতে ছিল। যখন আমি স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এলাম আমি কান্না জড়িত কণ্ঠে আমার সমস্ত গুনাহ থেকে তওবা করে নিলাম। পিতা-মাতা এবং পরিবারের অপরাপর সদস্যদের রাজি করিয়ে নিলাম। সে রাতে ইশার নামায আদায় করে নিলাম। পরদিন থেকে যথারীতি পাঁচ ওয়াক্ত নামায প্রথম তাকবীরের সাথে জামাত সহকারে আদায় করতে লাগলাম। জীবনের কাযা নামাযও আদায় করতে লাগলাম। এক মুষ্টি দাড়ি রাখারও সংকল্প করে নিলাম। ভিডিও ব্যবসা বন্ধ করে দিলাম। যাদের যাদের হক ধ্বংস করেছিলাম তাদের সাথেও মীমাংসা করে নিলাম। যারা যারা আমার নিকট পাওনাদার ছিল, তাদের টাকা-পয়সাও চুকিয়ে দিলাম। اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ আমি একজন সৎ মুসলমান হয়ে সুন্নাতে ভরা জীবন যাপন করব। হায়! আমার সংশোধনের এ নিগূঢ় রহস্য যে সমস্ত আমলহীন মুসলমানের মনে রেখাপাত করবে তা তাদের সংশোধনেরও কারণ হয়ে উঠুক।

খুচ্ হাঁ! আয় বে-খবর হোনে কো হে, কব্ তলক গফলতে সাহর হোনে কো হে।
বাঁধলে তোশায়ে সফর হোনে কো হে, খতম হার ফরদে বশর হোনে কো হে ।
একদিন মরনা হে আখির মওত হে, করলে যু করনা হে, আখির মওত হে।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেনঃ "যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দরূদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।" (মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বর্ণিত লোমহর্ষক কাল্পনিক কাহিনীটি নিয়ে ঠান্ডা মাথায় চিন্তা করুন এবং তা থেকে শিক্ষার মাদানী ফুল খুঁজে বের করার চেষ্টা করুন। তা থেকে শিক্ষাগ্রহণের পন্থা এটিও একটি যে, ঘটনাটি আপনার নিজের ক্ষেত্রেই ঘটেছে বলে আপনি ধরে নিন। অত:পর নিজকে নিজ এভাবে ভীতি প্রদর্শন করতে থাকুন, আমাকে আরো একবার সুযোগ দেয়া হলো। তাই এখন থেকে পাপপূর্ণ জীবন যাপন বর্জন করে সুন্নাতে ভরা জীবন যাপনে মনোনিবেশ করতে হবে। অন্যথা সত্যিই যখন মৃত্যুর মারাত্মক যন্ত্রণায় আমি যখন ছটফট করতে থাকব, তখন তা থেকে রেহাই পাওয়ার কোন পথ আমি খুঁজে পাব না। হায়! মৃত্যু যন্ত্রণা সহ্য করা যাবে না। মৃত্যুযন্ত্রণা সম্পর্কিত একটি হৃদয় বিদারক রেওয়ায়ত শুনুন এবং **আল্লাহ**র ভয়ে কাঁপতে থাকুন।

মৃতরা যদি বলে দিত

মৃত্যুর ভয়াবহতা দুনিয়া ও আখিরাতের সকল ভয়াবহতার মধ্যে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ ভয়াবহ। তা করাত দিয়ে চেড়া, কাঁচি দিয়ে ছেদা এবং উত্তপ্ত হাড়িতে সিদ্ধ হওয়ার চেয়েও বেশি যন্ত্রণাদায়ক। যদি মৃতরা জীবিত হয়ে মানুষদের নিকট মৃত্যু যন্ত্রণার বর্ণনা দিত। তাহলে তাদের আরাম-আয়েশ সবকিছু ধূলিসাৎ হয়ে যেত এবং তাদের চোখের ঘুম চলে যেত।

(শরহুস সুদুর, পৃষ্ঠা ৩৩, মারকাযে আহলে সুন্নাত, বরকাতে রেযা আলহিন্দ)

হে ইয়াহা তুজ কো যানা একদিন,
কবর মে হোগা ঠিকানা একদিন।
মুখ খোদা কো হে দেখানা একদিন,
আব ন' গফলত মে গনওয়ানা একদিন।
একদিন মরনা হে, আখির মওত হে,
করলে যু করনা হে আখির মওত হে।

(২) মৃতের ব্যাকুলতা

জনৈক ডাক্তার বলেন, এক রাতে আমি একটি ভয়ঙ্কর স্বপ্ন দেখি। স্বপ্নের মধ্যে আমি একটি কবরের ভিতরে ঢুকে পড়ি। দেখি কবরস্থ মৃতদেহটা ভয়ানকভাবে কাতরাচ্ছে। চিৎকার করার জন্য শত চেষ্টা করার পরও তার মুখ থেকে আওয়াজ বের হচ্ছিল না। অনেকক্ষণ পর তার কাতরানি বন্ধ হলো এবং সে শান্ত হয়ে পড়ল। এমন সময় দেখি একজন লোক চাবুকের মত চকচকে একটি তার, তার প্রস্রাবের রাস্তা দিয়ে ঢুকিয়ে দিলো। যার যন্ত্রণায় সে মৃতদেহ আগের মত পুনরায় কাতরাতে লাগল। তার উপর এ বেদনাদায়ক শাস্তি দেখে আমি আর নিশ্চুপ থাকতে পারলাম না। আমি শাস্তিদাতাকে জিজ্ঞাসা করলাম, এ মৃতদেহকে এত বেদনাদায়ক শাস্তি দেয়ার কারণ কি? তিনি বললেন, সে তার পার্থিব জীবনে ব্যভিচারী ছিল। তাই মৃত্যুর পর থেকে তার ওপর এ শাস্তি চলতে থাকে। সে মৃত দেহের প্রতি আমার অন্তরে দয়ার সৃষ্টি হলো। এমন সময় দেখি

কেউ আমাকে নিয়ে মাটির উপর শুইয়ে রাখল এবং ওরূপ ধারালো তার আমার প্রস্রাবের রাস্তা দিয়েও ঢুকিয়ে দিলো। আমি তীব্র যন্ত্রণায় পানিহীন মাছের মত ধড়ফড় করতে লাগলাম। অনেকক্ষণ পর যখন আমার ঘুম ভেঙ্গে যায়, আমি খুবই যন্ত্রণা অনুভব করতে থাকি। আমার বিছানা ভেজা ছিল। আমি মনে করলাম আমি ঘুমের মধ্যে বিছানাতে প্রস্রাব করেছি। কিন্তু গভীরভাবে যখন লক্ষ্য করলাম তখন দেখলাম আমার বিছানা ও বালিশ ঘামে সম্পূর্ণ ভিজে গেছে। আমি যখন উঠে প্রস্রাব করলাম, তখন আমার প্রস্রাব রক্তের মত লাল দেখা গেল। এ রক্ত মিশ্রিত প্রস্রাব ছয়মাস যাবৎ আমার মধ্যে দেখা গেল। এতে আমি খুবই দূর্বল হয়ে পড়ি। সব ধরনের ল্যাবরেটরি টেস্ট, হৃদপিন্ড, কিডনি, মূত্রাশয় ইত্যাদির এক্সরে করিয়েছি, অনেক ডাক্তারের সাথে পরামর্শ করার পরও আমার রোগের কারণ ধরা পড়ল না, রোগও কমলনা। বরং দিন দিন আমার অবস্থা অবনতির দিকে যেতে লাগল। অবশেষে আমি চাকুরী থেকে দীর্ঘদিনের ছুটি নিয়ে ঘরে বিশ্রাম নিতে থাকি। যখন এতো ঔষধপত্র ও চিকিৎসাতেও কোনরূপ ফল দেখা গেল না, তখন আমি দোয়া ইস্তিগফারের দিকে প্রত্যাবর্তন করি। অবশেষে **আল্লাহ তায়ালা** আমাকে সে রোগ হতে মুক্তি দান করলেন। এখনো পর্যন্ত সে মৃতদেহের আকুতি মিনতির/শাস্তির ভয়াবহতার কথা আমার মনে পড়লে ভয়ে আমার গা শিউরে ওঠে।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেলো, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেলো।" **(তাবারানী)**

আগুনের মালা

উল্লেখিত ঘটনাটি কোথাও পড়েছিলাম। (কিন্তু হুবহু জানা থাকায়) সামান্য পরিবর্তন করে বর্ণনা করলাম। সত্যিই সে ঘটনাটিতে অনেক শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে। প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! **আল্লাহ**র ভয়ে কেঁপে উঠুন। যিনা ও যিনার আনুষঙ্গিক বিষয় সমূহ তথা চোখের যিনা, হাতের যিনা, মনের যিনা, মস্তিষ্কের যিনা এবং সব ধরনের যিনা থেকে খাঁটি তওবা করে নিন।

বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তি তার চোখকে হারাম দৃষ্টিপাত দ্বারা পূর্ণ করে, **আল্লাহ তায়ালা** তার চোখকে জাহান্নামের আগুন দ্বারা পূর্ণ করবেন। আর যে ব্যক্তি কোন আজনবি মহিলার সাথে অবৈধ কাজে লিপ্ত হয়, **আল্লাহ তায়ালা** তাকে কবর থেকে তৃষ্ণার্ত, কান্নারত, চিন্তিত এবং কালোমুখো করে উঠাবেন, তাকে একটি অন্ধকার স্থানে দাঁড় করিয়ে রাখবেন। তার গলায় আগুনের মালা পরানো হবে, তার গায়ে আলকাতরার পোশাক পরানো হবে। না **আল্লাহ তায়ালা** তার সাথে কথা বলবেন, না তাকে পবিত্র করবেন, বরং তার জন্য থাকবে বেদনাদায়ক শাস্তি। **(কুররাতুল উয়ুন মায়া রওদিল ফায়িক, ৩৮৮ পৃষ্ঠা)**

যিনাকারীদের পরিণতি

মিরাজের রাতে **নবী করীম, রউফুর রহীম, রাসূলে আমীন, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তন্দুর মত একটি চুল্লির নিকট গমন

করলেন। তিনি তাতে লক্ষ্য করে দেখলেন, তার মধ্যে কিছু উলঙ্গ নর-নারী ছিল এবং তাদের নিচ থেকে আগ্নিশিখা বের হচ্ছিল। আর তারা কান্নাকাটি ও হা হুতাশ করছিল। **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে জিব্রাঈল عَلَيْهِ السَّلَام আরয করলেন: তারা হলো ব্যভিচারী নারী ও পুরুষ।

(মুসনাদে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, ৭ম খন্ড, ২৪৯ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ২০১১৫, দারুল ফিকির, বৈরুত)

রহমতে আলম, রাসূলে আকরাম, নূরে মুজাস্‌সাম, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: যদি পুরুষ পুরুষের সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হয় তখন তারা উভয়ই যিনাকার তথা ব্যভিচারী। আর যদি নারী নারীর সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হয় তখন তারা উভয়ই যিনাকারিনী তথা ব্যভিচারিনী।

(আস্ সুনানুল কুবরা, ৮ম খন্ড, ৪০৬ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ১৭০৩৩, দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত)

ব্যভিচারীকে পুরুষাঙ্গ বেঁধে ঝুলিয়ে রাখা হবে

"যাবুর কিতাবে" বর্ণিত আছে; ব্যভিচারীদেরকে তাদের পুরুষাঙ্গের দ্বারা জাহান্নামে ঝুলিয়ে রাখা হবে এবং লোহার ডান্ডা দিয়ে প্রহার করা হবে। যখন কোন ব্যভিচারী এ নির্মম শাস্তি থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য সাহায্য চাইবে, তখন ফিরিশতারা বলবেন, তোমার এ আওয়াজ তখন কোথায় ছিল, যখন তুমি উৎফুল্ল ছিলে, হাসিখুশিতে মতোয়ারা ছিলে। না তুমি **আল্লাহ তায়ালার** শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ত্বের প্রতি লক্ষ্য করেছ এবং না তাঁকে লজ্জাও করেছ। **(কিতাবুল কাবায়ের, ৫৫ পৃষ্ঠা)**

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেনঃ "আমার উপর অধিক হারে দরূদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।" (আবু ইয়ালা)

(৩) ভয়ঙ্কর বাঘ

জনৈক ব্যক্তি স্বপ্নে দেখল, সে কোন এক জঙ্গল দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। হঠাৎ সে পেছনে কোন কিছুর আওয়াজ খেয়াল করল। পিছনে ফিরে দেখল, একটি ভয়ঙ্কর বাঘ তার অনুসরণ করছে। সে ভয়ে পালাতে শুরু করে দিলো। বাঘটিও তাকে তাড়া করছিল। কিন্তু তার পালানোর পথে একটি বিরাট গর্ত বাধা হয়ে দাঁড়াল। সে গর্তটিতে নজর করে দেখল, তাতে একটি বিরাট সাপ মুখ হাঁ করে বসে আছে। তখন সে অসহায় হয়ে পড়ল। আহা! এখন কি করবে! সামনে বিষধর সাপ, পেছনে ভয়ঙ্কর বাঘ। এমন সময় একটি গাছের প্রতি তার দৃষ্টি পড়ল। সে (নিরুপায় হয়ে) গাছটির ডাল ধরে ঝুলে রইল। কিন্তু বিপদের উপর বিপদ! সে দেখতে পেল, একটি সাদা ও একটি কাল ইদুর বসে বসে সে ডালটির গোড়া কাটছে। সে অত্যন্ত ভয় পেয়ে গেল। আহা! এখনই তো ইদুর দুটি ডালটির গোড়া কেটে ফেলবে, আর আমি মাটিতে পড়ে যাব। অতঃপর আমি বাঘ ও সাপটির খাবারে পরিণত হবো। বাঁচার ফন্দি বের করার ভাবনায় সে নিমজ্জিত হয়ে পড়ল। এমন সময় একটি মৌচাকের প্রতি তার দৃষ্টি পড়ল। সে মৌচাকের মধু পানে এমনভাবে মগ্ন হয়ে পড়ল, না তার মনে বাঘ ও সাপটির ভয় ছিলো, না ইঁদুর দু'টির কথা তার মনে ছিল। এমন সময় ডালটি ভেঙ্গে সে নিচে পড়ে গেল। বাঘটি এক লাফেই তাকে তার হিংস্র গ্রাসে নিয়ে ফেলল। সে তাকে ফেড়ে ছিড়ে

(যা পারল তা খেল আর বাকীটুকু) গর্তে ফেলে দিল। সাপটিও সেগুলো গলাধকরণ করে তার পেট পূর্ণ করল। অতঃপর তার ঘুম ভেঙ্গে গেল।

উহা হে আয়েশ ও ইশরত কা কুয়ি মহল ভি,
যাহা তাক মে হার ঘড়ি হো আজল ভি।
বচ্ আব আপনে ইচ্ জাহল ছে তু নিখল ভি,
ইয়ে জিনে কা আন্দাজ আপনা বদল ভি।
জাগা জি লাগানে কি দুনিয়া নেহি হে,
ইয়ে ইবরত কি জা হায়, তমাশা নেহি হে।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সত্যিই দুনিয়ার ভোগ বিলাস স্বপ্নের মত। যে এর কামনা বাসনায় মত্ত হয়ে পড়েছে। সে আসলেই অলসতার নিদ্রায় বিভোর হয়ে পড়েছে। মৃত্যু যখন তার দুয়ারে এসে পড়বে তখন তার নিদ্রা ভেঙ্গে যাবে। বর্ণিত স্বপ্নের কাহিনীটিতে জঙ্গল দ্বারা দুনিয়াই উদ্দেশ্য। ভয়ঙ্কর বাঘ দ্বারা মৃত্যুই উদ্দেশ্য। যা সর্বদা অনুসরণ করছে। গর্ত দ্বারা কবরই উদ্দেশ্য, যা সামনে অপেক্ষা করছে। সাপ দ্বারা মন্দ আমলই উদ্দেশ্য, যা কবরে দংশন করবে। দুটি সাদা ও কাল ইদুর দ্বারা দিন রাতই উদ্দেশ্য, যা আমাদের জীবন নামক ডালকে কাটছে। মৌচাক দ্বারা দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী ভোগ বিলাসই উদ্দেশ্য, যার কামনা বাসনায় মত্ত হয়ে মানুষ বাঘ অর্থাৎ মৃত্যু, গর্ত অর্থাৎ কবর, সাপ অর্থাৎ মন্দ আমলের শাস্তি এবং সাদা-কালো ইঁদুর

অর্থাৎ দিন-রাতকে ভুলে গেছে। অথচ দিনরাত নামক সাদা ও কাল ইদুর দুটি বরাবরই জীবন নামক ডালটি কাটছে। যখনই কাটা শেষ হবে, তখনই সে মৃত্যুর শিকার হবে।

হুসনে জাহের পর আগর তু যায়েগা,
আলমে ফানি ছে ধোকা কায়েগা।
মুনাক্কাশ সাপ হে, ডস যায়েগা,
রহ না গাফেল, ইয়াদ রাখ পস্তায়েগা।
একদিন মরনা হে আখির মাওত হে,
করলে যু করনা হে, আখির মাওত হে।

(৪) পুলসিরাতের ভয়াবহতা

হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আবদুল আযিয رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর এক চাকরাণী তার খিদমতে উপস্থিত হয়ে জানাল, আমি স্বপ্নে দেখেছি, জাহান্নামকে প্রজ্বলিত করা হয়েছে এবং তার ওপর পুলসিরাতকে স্থাপন করা হয়েছে। অতঃপর তার নিকট উমাইয়া খলিফাদেরকে আনা হয়। সর্বপ্রথম উমাইয়া খলিফা আবদুল মালেক বিন্ মরওয়ানকে পুলসিরাত পার হওয়ার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়। তিনি পুলসিরাতে উঠলেন, কিন্তু দেখতে দেখতে জাহান্নামে পড়ে গেলেন। অতঃপর তার ছেলে ওয়ালিদ বিন আবদুল মালিককে আনা হয়। তিনিও পুলসিরাতে উঠতে না উঠতে জাহান্নামে পড়ে গেলেন। এরপর সুলাইমান বিন আবদুল মালিককে আনা হয়। তাঁরও একই অবস্থা।

তিনিও জাহান্নামে পড়ে গেলেন। সর্বশেষে হে আমিরুল মুমিনীন! আপনাকে আনা হয়। এতটুকু শুনামাত্র হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আবদুল আযিয رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ ভয়ে এমন এক চিৎকার দিলেন, চিৎকারে তিনি বেহুশ হয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন। চাকরাণী চিৎকার করে বলল: হে আমিরুল মুমিনীন! শুনুন! শুনুন! **আল্লাহ**র কসম! আমি দেখেছি, আপনি নিরাপদে পুলসিরাত পার হতে সক্ষম হয়েছেন। কিন্তু হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আবদুল আযিয رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ পুলসিরাতের ভয়াবহতায় এমনভাবে বেহুশ হয়ে পড়লেন, তিনি বেহুশ অবস্থায় মাটিতে পড়ে ছটফট করছিলেন।

(ইহ্‌ইয়াউল উলূম, ৪র্থ খন্ড, ২৩১ পৃষ্ঠা, দারে সাদির, বৈরুত)

পুলসিরাত তরবারি চেয়েও অধিক ধারালো

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নবী ছাড়া কোন ব্যক্তির স্বপ্ন শরীয়তের দলিল হিসেবে বিবেচিত হয় না। তারপরও আপনারা দেখলেন, হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আবদুল আযিয رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ পুলসিরাত অতিক্রম করার বিষয়ে কতই ভীত ও চিন্তিত ছিলেন। সত্যিই পুলসিরাতের বিষয়টা অত্যন্ত ভয়াবহ। পুলসিরাত চুলের চেয়েও অধিক চিকন এবং তরবারি চেয়েও অধিক ধারাল। পুলসিরাত জাহান্নামের পিঠের উপর হবে। **আল্লাহ**র কসম! পুলসিরাতের বিষয়টা অত্যন্ত দুশ্চিন্তাজনক। প্রত্যেককেই তা অতিক্রম করতেই হবে।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর সারাদিনে ৫০বার দরূদ শরীফ পড়ে, আমি কিয়ামতের দিন তার সাথে মুসাফাহা করবো।" **(আল কওলুল বদী)**

সাহাবীর কান্নাকাটি

পুলসিরাত পার হওয়া সহজ নয়। আমাদের পূর্ববর্তীরা এ বিষয় নিয়ে খুবই চিন্তিত ও উদ্বিগ্ন থাকতেন। হযরত সায়্যিদুনা আল্লামা জালাল উদ্দিন সুয়ুতি শাফেয়ী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বর্ণনা করেন: হযরত সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ বিন রওয়াহা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ কে একবার কান্না করতে দেখে তাঁর স্ত্রী জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কাঁদছেন কেন? তিনি বললেন: ১৬ পারার সূরা মরিয়মে **আল্লাহ তায়ালার** এ বাণীটি আমার মনে পড়েছে;

وَاِنْ مِّنْكُمْ اِلَّا وَارِدُهَا ۚ

(পারা: ১৬, সূরা: মরিয়াম, আয়াত: ৭১)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এবং তোমাদের মধ্যে কেউ এমন নেই, যে দোযখ, অতিক্রম করবে না। কেননা আমি জানি, আমাকে একদিন অবশ্যই তা দিয়ে অতিক্রম করতে হবে। কিন্তু আমি জানিনা, আমি তা নিরাপদে পার হয়ে আসতে পারব কিনা? **(আল মুস্তাদারিক লিল হাকিম, ৪র্থ খন্ড, ৬৩১ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৮৭৪৮। আত্ তাহবিফ মিনান নার, ২৪৯ পৃষ্ঠা)**

وَارِدُهَا এর অর্থ

সাহাবা কিরামদের খোদাভীতির প্রতি অসংখ্য ধন্যবাদ। সূরা মরিয়মের ৭১ নং আয়াতটিতে যে وَارِدُهَا শব্দ এসেছে তথা দোযখ অতিক্রম করার কথা বলা হয়েছে, হযরত সায়্যিদাতুনা হাফসা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهَا ও হযরত সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ বিন রওয়াহা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যখন তোমরা কোন কিছু ভুলে যাও, তখন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ো اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ স্মরণে এসে যাবে।" **(সা'য়াদাতুদ দা'রাঈন)**

প্রমূখদের মতে وَارِدُهَا শব্দটি دَاخِلُهَا অর্থে দোযখে প্রবেশ করাই উদ্দেশ্য প্রয়োগ হবে। **(মিরকাতুল মাফাতিহ, ১০ম খন্ড, ৫৯৯ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৬২২৭ এর ব্যাখ্যায়। আল বদুরুস সাফেরা, ৩৩৮ পৃষ্ঠা)**

পুলসিরাত পনের হাজার বছরের রাস্তা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ আমাদের প্রতি সদয় হোন। পুলসিরাত দীর্ঘযাত্রার পথ। হযরত সায়্যিদুনা ফুযাইল বিন আয়াজ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন: পুলসিরাত পনের হাজার বছরের পথ। উপরে উঠার পাঁচ হাজার বছরের রাস্তা, নিচে নামার ক্ষেত্রে পাঁচ হাজার বছরের রাস্তা, সমতলে চলার ক্ষেত্রে পাঁচ হাজার বছরের রাস্তা। পুলসিরাত চুলের চেয়েও অধিক চিকন এবং তরবারির চেয়েও অধিক ধারালো। যা জাহান্নামের পিঠের উপরে তৈরী করা হয়েছে। তা দিয়ে তিনিই সহজে পার হতে পারবেন, যিনি সর্বদা **আল্লাহ**র ভয়ে অতি দূর্বল হয়ে যান।

(আল বুদুরুস সাফিরা, ৩৩৪ পৃষ্ঠা, দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত)

পুলসিরাত পার হওয়ার দৃশ্য

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! চিন্তা করে দেখুন, তখন কী অবস্থা হবে! হাশরের ময়দানে যখন সূর্য সোয়া মাইল উপরে থেকে আগুনের বৃষ্টি বর্ষন করতে থাকবে, মগজ টগবগ করে ফুটতে থাকবে, কলিজা বিদীর্ণ হয়ে যাবে, প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে পড়বে। এমনি এক কঠিন মুহূর্তে

পুলসিরাত পাড়ি দেয়ার বিষয়টি। তা পার হওয়ার জন্য দুনিয়াবী শক্তিতে শক্তিমান কোন নরসিংহ কিংবা শৌর্য বীর্যে বিক্রমশালী তেজস্বী কোন পালোয়ান বা শারীরিক অবকাঠামোতে হৃষ্টপুষ্ট বলিষ্ট কোন নও জোয়ানেরও প্রয়োজন হবে না। বরং হযরত সায়্যিদুনা ফুযাইল বিন আয়াজ رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর বর্ণনা মতে, **আল্লাহ**র ভয়ের কারণে অতি দূর্বল থাকা পুলসিরাত সহজে পার হবেন।

প্রত্যেককে পুলসিরাত পাড়ি দিতে হবে

উম্মূল মুমিনীন হযরত সায়্যিদাতুনা হাফসা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہَا থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন: **রাসূলে আকরাম, নূরে মুজাস্‌সাম, হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন, আমি আশা রাখি, যারা বদর যুদ্ধ ও হুদাইবিয়াতে উপস্থিত ছিলেন, তাঁরা জাহান্নামে প্রবেশ করবে না। হযরত সায়্যিদাতুনা হাফসা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہَا বলেন: আমি আরয করলাম; **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم**! আল্লাহ তায়ালা** কী এরূপ বলেননি?

وَاِنْ مِّنْكُمْ اِلَّا وَارِدُهَا ۚ كَانَ عَلٰى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ﴿۷۱﴾

(পারা: ১৬, সূরা: মরিয়ম, আয়াত: ৭১)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এবং তোমাদের মধ্যে কেউ এমন নেই, যে দোযখ অতিক্রম করবে না। আপনার প্রতিপালকের দায়িত্বে এটা অবশ্যই স্থিরকৃত বিষয়।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যার নিকট আমার আলোচনা হলো এবং সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না, সে জুলুম করলো।" **(আব্দুর রাজ্জাক)**

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: তুমি কি শুননি?

ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِيْنَ اتَّقَوْا وَّنَذَرُ الظّٰلِمِيْنَ فِيْهَا جِثِيًّا ﴿۷۲﴾

(পারা: ১৬, সূরা: মরিয়ম, আয়াত: ৭২)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: অতঃপর আমি ভয় সম্পন্নদেরকে উদ্ধার করে নেবো এবং যালিমদেরকে তাতে ছেড়ে দেবো নতজানু অবস্থায়।

(সুনানে ইবনে মাজাহ, ৪র্থ খন্ড, ৫০৮ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৪২৮১, দারুল মারিফাত, বৈরুত)

পাপীরা জাহান্নামে পড়ে যাবে

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বর্ণিত রেওয়ায়ত থেকে জানা গেল, প্রত্যেককেই জাহান্নাম অতিক্রম করতে হবে। **আল্লাহ**র ভয় পোষণকারী মুমিনগণকে **আল্লাহ তায়ালা** জাহান্নাম থেকে রক্ষা করবেন। আর পাপাচারী অত্যাচারীরা জাহান্নামে পড়ে যাবে। আহ! আহ! আহ! খুবই সাংঘাতিক ব্যাপার! হায়! হায়! হায়! তারপরও আমরা অলসতার নিদ্রা হতে জাগ্রত হচ্ছি না।

দিল হায়ে গুনাহো ছে বেজার নেহি হোতা,
মাগলুব শাহা নফসে বদকার নেহি হোতা।
ইয়ে শ্বাস কি মালা, আব বচ্ টুটনে ওয়ালি হে,
গাফলত ছে মগর দিল কেউ বেদার নেহী হোতা।
গো লাখ করো কৌশিশ, ইসলাহ নেহী হোতি,
পাকিজা গুনাহো ছে কিরদার নেহী হোতা।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করো, **আল্লাহ্ তায়ালা** তোমাদের উপর রহমত নাযিল করবেন।" (ইবনে আ'দী)

আয় রবকে হাবিব আঁও, আয় মেরে তবিব আঁও
আচ্ছা ইয়ে গুনাহো কা বিমার নেহী হোতা।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বয়ানকে সমাপ্তির গিয়ে যাওয়ার আগে সুন্নাতের ফযীলত এবং কয়েকটি সুন্নাত ও আদব বর্ণনার সৌভাগ্য অর্জন করছি। **মদীনার তাজেদার, রাসূলদের সরদার, হুযুরে আনওয়ার** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "যে আমার সুন্নাতকে ভালবাসলো, সে আমাকে ভালবাসলো, আর যে আমাকে ভালবাসলো, সে জান্নাতে আমার সাথে থাকবে।

(মিশকাতুল মাসাবিহ, ১ম খন্ড, ৫৫ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ১৭৫, দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত)

সুন্নাতে আম করে, দ্বীন কা হাম কাম করে,
নেক হো জায়ে মুসলমান মদীনে ওয়ালে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

জুতা পরিধান করার ৭টি মাদানী ফুল

প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী, হুযুর صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: (১) তোমরা বেশী বেশী জুতা পরিধান করো, কেননা মানুষ যতক্ষণ পর্যন্ত জুতা পরিহিত অবস্থায় থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত সে আরোহী অবস্থায় থাকে অর্থাৎ ক্লান্ত হয়ে পড়ে না। (সহীহ মুসলিম, ১১৬১ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ২০৯৬) (২) জুতা পরিধান করার আগে তা ভালভাবে ঝেড়ে নেবেন। যাতে জুতাতে ক্ষতিকর কীটপতঙ্গ বা কঙ্কর ইত্যাদি থাকলে

তা পড়ে যায়। (৩) জুতা পরার সময় প্রথমে ডান পায়ের তারপর বাম পায়ের জুতা পরিধান করবেন। আর খোলার সময় প্রথমে বাম পায়ের তারপর ডান পায়ের জুতা খুলবেন। **রাসূলুল্লাহ** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: যখন তোমাদের কেউ জুতা পরিধান করে, সে যেন প্রথমে ডান পায়ের জুতা পরিধান করে, আর যখন জুতা খুলে, তখন যেন বাম পায়ের জুতাই আগে খুলে। যাতে ডান পা পরার সময় আগে এবং খোলার সময় শেষে থাকে। **(সহীহ বুখারী, ৪র্থ খন্ড, ৬৫ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৫৮৫৫)** 'নুযহাতুল কারী' নামক কিতাবে উল্লেখ আছে, মসজিদে প্রবেশের সময় যেহেতু ডান পা মসজিদে আগে রাখতে হয়, আর বের হওয়ার সময় বাম পা আগে বের করতে হয়। তাই মসজিদে প্রবেশের সময় বর্ণিত হাদীসের উপর আমল করা কঠিন। আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বর্ণিত মাসয়ালাটির সমাধান এভাবে দিয়েছেন যে, মসজিদে প্রবেশ করার সময় আগে বাম পায়ের জুতা খুলে তার উপর বাম পা রেখে তারপর ডান পায়ের জুতা খুলে ডান পা দিয়ে মসজিদে প্রবেশ করতে হবে। আর বের হওয়ার সময় আগে বাম পা বের করে জুতার উপর রেখে তারপর ডান পা বের করে ডান পায়ের জুতা পরিধান করে তারপর বাম পায়ের জুতা পরিধান করতে হবে। **(নুযহাতুল কারী, ৫ম খন্ড, ৫৩০ পৃষ্ঠা, ফরিদ বুক স্টল)** (৪) পুরুষেরা পুরুষ সুলভ আর নারীরা নারী সুলভ জুতাই পরিধান করবেন। (৫) কেউ হযরত সায়্যিদাতুনা আয়েশা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهَا কে বলল: জনৈক মহিলা পুরুষ

সুলভ জুতাই পরিধান করে থাকে। তিনি বললেন: **রাসূলুল্লাহ** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم পুরুষালি নারীদের উপর অভিশাপ দিয়েছেন। (আবু দাউদ, ৪র্থ খন্ড, হাদীস নং- ৪০৯৯) হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতি মুহাম্মদ আমজাদ আলী আজমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: মহিলাদের পুরুষ সুলভ জুতা পরিধান করা উচিত নয়, বরং যে সমস্ত বিষয়ে নারী পুরুষদের নিজ নিজ স্বকীয়তা বজায় রাখা অপরিহার্য, তাতেও একে অপরের চালচলন অনুকরণ করা শরীয়ত কর্তৃক সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। সুতরাং পুরুষেরা নারীদের চালচলন অবলম্বন করতে পারবে না। আর নারীরাও পুরুষদের চালচলন অবলম্বন করতে পারবে না। (বাহারে শরীয়াত, ১৬তম অংশ, ৬৫ পৃষ্ঠা, মাকতাবাতুল মদীনা) (৬) বসার সময় জুতা খুলে রাখবেন। কেননা, এতে পা আরাম পায়। (৭) জুতাকে অধোমুখী দেখা এবং তা চিৎ করে না রাখাও দরিদ্রতার একটি কারণ। তাই জুতা সর্বদা চিৎ করে রাখার প্রতি সচেষ্ট থাকবেন। 'দৌলতে বেযওয়াল' নামক কিতাবে উল্লেখ আছে: যদি সারারত জুতা উল্টো করে রাখে, তাহলে শয়তান তাতে আসন পেতে বসে এবং তাকে তার সিংহাসনে মনে করে। (সুন্নী বেহেস্তি যেওর, ৫ম খন্ড, ৫৯৬ পৃষ্ঠা) ব্যবহারের জুতা উল্টা থাকলে তা ঠিক করে দিন।

বিভিন্ন রকমের হাজার হাজার সুন্নাত শেখার জন্য মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ৩০৪ পৃষ্ঠা বিশিষ্ট 'বাহারে শরীয়াত' ১৬তম খন্ড এবং ১২০ পৃষ্ঠা বিশিষ্ট 'সুন্নাত ও আদব' নামক বই দুটি সংগ্রহ করে পাঠ করুন। সুন্নাতের প্রশিক্ষণের জন্য

দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী কাফিলায় আশিকানে রাসূলদের সাথে সুন্নাতে ভরা সফর করাকেও নিজ জীবনে অপরিহার্য করে নিন।

শিখনে সুন্নাতে কাফিলে মে চলো, লুটনে রহমতে কাফিলে মে চলো।
হোগি হলো মুশকিলে কাফিলে মে চলো, পাওগি বরকতে কাফিলে মে চলো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

দ্বিতীয় তলা থেকে শিশু নিচে পড়ে গেল

আপনাদের মধ্যে অনুপ্রেরণা সৃষ্টির লক্ষ্যে মাদানী কাফিলার একটি চমৎকার মাদানী বাহার আপনাদের শুনাচ্ছি। বাবুল মদীনা করাচীর জনৈক ইসলামী ভাইয়েরই অনেকটা এরূপ বর্ণনা করেন: ১৪২৫ হিজরির মহরম মাসে আমার ভগ্নিপতি আশেকানে রাসূলদের সাথে ১২ দিনের মাদানী কাফিলাতে সফররত ছিলেন। তার সফরকালীন সময়ে তার দু'বছরের এক ছোট্ট মাদানী শিশু দালানের দ্বিতীয় তলা থেকে নিচে পড়ে গিয়েছিল। পাড়া পড়শীরা তা দেখে ঘাবড়িয়ে গেল এবং তার জীবন বাঁচানোর উদ্দেশ্যে তারা তার দিকে দৌড়ে এল। তারা মনে করল, এত উচুঁ থেকে নিচে পড়লে সে শিশু তো বাঁচার কথা নয়। কিন্তু উপস্থিত সকলকে তাক লাগিয়ে দিল সে ছোট্ট মাদানী শিশুটি যখন কাঁদতে কাঁদতে সম্পূর্ণ অক্ষত অবস্থায় সকলের সামনে সে উঠে দাঁড়াল। পিতা যখন মাদানী কাফিলা থেকে ফিরে এসে তার মাদানী শিশুটিকে জীবন্ত ও সম্পূর্ণ অক্ষত অবস্থায়

দেখতে পেলেন, তিনি **আল্লাহ**র অশেষ শুকরিয়া জ্ঞাপন করলেন। তিনি মনে করলেন এ সবই মাদানী কাফিলার বরকত। মাদানী কাফিলার এ জীবন্ত কারিশমা দেখে তিনি তৎক্ষণাৎ নিয়্যত করে নিলেন, اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ প্রতি বছর ১২ দিনের মাদানী কাফিলাতে সফর করব।

রব হিফাযত করে, আওর কিফায়ত করে, গা তাওয়াক্কুল করে কাফিলে মে চলো।
হাদেছা হো কুয়ি, আরেজা হো কুয়ি, সব ছালামত রহে কাফিলে মে চলো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহর রাস্তায় সফরকারীদের ওপর **আল্লাহ**র কী অপূর্ব রহমত। আসলে **আল্লাহ**র রহমত থেকে কেউ বঞ্চিত হয় না। তাঁর কুদরত অসীম অশেষ। দ্বিতল থেকে নিচে পড়ে যাওয়া শিশুর অলৌকিকভাবে বেঁচে যাওয়া নিঃসন্দেহে **আল্লাহ তায়ালা**র অপার মহিমারই জ্বলন্ত প্রমাণ। আসুন, এর চেয়েও আরো চমকপ্রদ একটি কাহিনী শুনুন।

কবর থেকে জীবন্ত শিশু বেরিয়ে এল

একদা এক ব্যক্তি তার এক ছেলে সহ আমিরুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুকে আজম رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ এর দরবারে আসল। ছেলের আকৃতি হুবহু তার পিতার আকৃতির সাথে মিল ছিল। পিতা পুত্রের একাকৃতি দেখে হযরত সায়্যিদুনা ফারুকে আজম رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ অবাক হয়ে বললেন, তারা পিতাপুত্রের মধ্যে আমি যে

সাদৃশ্যতা দেখলাম, ইতিপূর্বে আমি আর কারো মধ্যে সেরূপ সাদৃশ্যতা দেখিনি। এতে ছেলের পিতা বলল, জাহাপনা! আমার এ ছেলেটির এক অদ্ভূত কাহিনী আছে। একদা আমি সফরে যাওয়ার জন্য বের হয়েছিলাম। তখন এ ছেলেটি তার মায়ের গর্ভে ছিল। আমার স্ত্রী আমাকে বললো, আপনি তো চলে যাচ্ছেন, কিন্তু গর্ভজাত সন্তানকে কার নিকট সোপর্দ করে যাচ্ছেন? আমি স্ত্রীকে বললাম, আমি তাকে **আল্লাহ**র সোপর্দ করে যাচ্ছি। সফর থেকে ফিরে এসে দেখি আমার ঘর তালাবদ্ধ। খোঁজ খবর নেয়ার পর জানতে পারলাম, আমার স্ত্রী পরলোক গমন করেছে। আমি দোয়া দুরূদ, ফাতিহা ইত্যাদি পড়ার উদ্দেশ্যে তার কবরে গেলাম। কবরে গিয়ে দেখি তার কবরে ঝলঝলে অগ্নিবিম্ব। আমি ভাবলাম, আমার স্ত্রীতো পূণ্যবতী ছিল, তারপরও তার কবরে এ অগ্নিবিম্ব কেন? আমি অবশ্যই তার কবর খনন করে দেখব। যখন আমি কবর খনন করলাম তখন দেখলাম, তার মধ্যে পূর্ণিমার চাঁদের মত ফুটফুটে এক মাদানী শিশু তার মৃত মায়ের চতুর্দিকে আনন্দে খেলা করছে। গায়েবী আওয়াজ এল, এটা সে বাচ্চা, যাকে তুমি সফরে যাওয়ার প্রাক্কালে আমার সমর্পণ করে গিয়েছিলে। নাও, তোমার আমানত তুমি নিয়ে যাও, তুমি যদি তোমার স্ত্রীকেও আমার সোপর্দ করে যেতে, তাহলে তাকেও তুমি ফেরত পেতে।

(ফতুহাতুর রব্বানিয়া)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطن الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

সুন্নাতের বাহার

الحمد لله عزوجل আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামীর** সুবাসিত মাদানী পরিবেশে অসংখ্য সুন্নাত শিক্ষা অর্জন ও শিক্ষা প্রদান করা হয়। প্রত্যেক বৃহস্পতিবার ইশার নামাযের পর আপনার শহরে অনুষ্ঠিত **দা'ওয়াতে ইসলামীর** সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় **আল্লাহ্** তায়ালার সন্তুষ্টির জন্য ভাল ভাল নিয়্যত সহকারে সারারাত অতিবাহিত করার মাদানী অনুরোধ রইলো। আশিকানে রাসূলের সাথে মাদানী কাফেলায় সাওয়াবের নিয়্যতে সুন্নাত প্রশিক্ষণের জন্য সফর এবং প্রতিদিন ফিক্‌রে মদীনা করার মাধ্যমে মাদানী ইন্‌আমাতের রিসালা পূরণ করে প্রত্যেক মাদানী মাসের প্রথম তারিখে নিজ এলাকার যিম্মাদারের নিকট জমা করানোর অভ্যাস গড়ে তুলুন। ان شاء الله عزوجل এর বরকতে ঈমানের হিফাযত, গুনাহের প্রতি ঘৃণা, সুন্নাতের অনুসরনের মন-মানসিকতা সৃষ্টি হবে।

প্রত্যেক ইসলামী ভাই নিজের মধ্যে এই মাদানী যেহেন তৈরী করুন যে, **"আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে।"** ان شاء الله عزوجل নিজের সংশোধনের জন্য মাদানী ইন্‌আমাতের উপর আমল এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের জন্য মাদানী কাফেলায় সফর করতে হবে। ان شاء الله عزوجل

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭
কে. এম. ভবন, দ্বিতীয় তলা, ১১ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯
ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, নিয়ামতপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী। মোবাইল: ০১৭১২৬৭১৪৪৬

E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com
bdtarajim@gmail.com, Web: www.dawateislami.net

দেখতে থাকুন মাদানী চ্যানেল বাংলা